দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

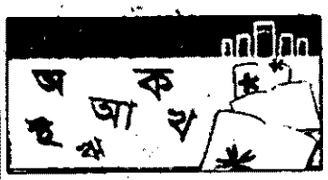

প্রতিহিংসার শিকারে ভাষা ইনস্টিটিউট আলোর মুখ দেখছে না

অখিল পোদ্দার ॥ সাত বছর ধরে মাটির নিচেই রয়ে গেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার প্রতিষ্ঠানটি আদৌ আলোর মুখ দেখবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ভবন নির্মাণের পুরো প্রক্রিয়াই গেছে থেমে। ইতোমধ্যে কোফি আনানের সঙ্গে ইনস্টিটিউট উদ্বোধক শেখ হাসিনার নামফলকও চুরি গেছে। বছরাতে

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

প্রতিহিংসার শিকারে

(প্রথম পাতার পর)

:ফেব্রুয়ারি এলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার চর্চা নিয়ে যখন কথা ওঠে তখনই কেউ কেউ সোচ্চার হন ভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণের দাবিতে।

রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমীর উত্তরে ছড়ানো ছিটানো রড-পাথর আর ইট-কাঠযুক্ত জায়গাটিতেই গড়ে ওঠার কথা ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। তিন বিঘা জায়গার উপর নির্মিতব্য বাঙালীর ভাষা গবেষণার এই স্বপ্নপুরীর কাজ আরম্ভ হয়েছিল সাত বছর আগে। কিন্তু সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ কাজ। প্রকল্পের নথি অনুযায়ী ২০০২ সালের ৩০ জুনের মধ্যেই এটির কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসেই বন্ধ করে দেয় ইনস্টিটিউট নির্মাণের তাবত কর্মকাণ্ড। এমনকি ইনস্টিটিউটের অধীনে যত ছোট-বড় প্রকল্প ছিল তা-ও কাটছাঁট করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল কার্যপরিধিতে মাতৃভাষার উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বেশকিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক, প্রাচীন ভারতীয় আর্য যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তন, উপভাষাগুলোর বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, আঞ্চলিক ভাষা ও লিপির উপাত্ত সংগ্রহ ও উচ্চতর গবেষণা, ভাষাগত মানচিত্র প্রণয়ন, মধ্য ও প্রাচীন যুগের হস্তলিপি উদ্ধার এবং বিভিন্ন দেশ থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা সংগ্রহ ও রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণই ছিল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষার বিশেষত্ব তুলে ধরারও কথা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ সাত বছরে তার কিছুই হয়নি।

২০০১ সালের ১৫ মার্চ মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের শিলান্যাস করেছিলেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনানও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-বিএনপি জোট ক্ষমতায় আসার পর ভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুক নতুন করে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। কিন্তু কাজের কোন অগ্রগতি হয় না। এমনকি আজ অব্দি ভবন নির্মাণের সিকিভাগও সম্পন্ন হয়নি। চারপাশে শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা, জাতীয় নাট্যশালা, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমী, সঙ্গীত একাডেমী, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভের মাঝখানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করে পুরো এলাকা ঘিরে সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তোলার স্বপ্ন ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের। কিন্তু জামায়াতের কূটচালে সংস্কৃতি ধ্বংসের নীলনকশায় বন্ধ করে দেয়া হয় প্রকল্পের কাজ। সম্প্রতি 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান' সংগঠনটি অবিলম্বে ভাষা ইনস্টিটিউটের বাকি কাজ সম্পন্ন করার দাবিতে মানববন্ধন করেছে। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, ভাষা গবেষকসহ সাংস্কৃতিক সংগঠন শীঘ্রই ইনস্টিটিউট নির্মাণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে।